খসড়া

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্

প্রজ্ঞাপন

.....

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ০২ নং আইন) এর ধারা ১৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন: (১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ প্রবিধানমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা: (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন ২০১৮;

(খ) **"কলেজ"** অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্;

(গ) **"সভাপতি"** অর্থ আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত সভাপতি;

(ঘ) **"সিনিয়র সহ-সভাপতি"** অর্থ আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত সিনিয়র সহ-সভাপতি;

(ঙ) **"সহ-সভাপতি"** অর্থ আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত সহ-সভাপতি;

(চ) **"কোষাধ্যক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ৮ এ উল্লিখিত কোষাধ্যক্ষ;

(ছ) **"সচিব"** অর্থ আইনের ধারা ১৩ এ উল্লিখিত কলেজের সচিব;

(জ) **"ফেলো"** অর্থ আইনের ধারা ২ (৩) অনুযায়ী ফেলো অব কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (এফসিপিএস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তি;

(ঝ) **অনারারি ফেলো:** আইনের ধারা ১০ (ঙ) অনুযায়ী অনারারি ফেলো অর্থ বিধি বিধান অনুসারে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কলেজ কর্তৃক সম্মানিত ফেলো হিসেবে ঘোষণা;

(ঞ) **"মেম্বার"** অর্থ আইনের ধারা ২ (৫) অনুযায়ী মেম্বার অব কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (এমসিপিএস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তি;

(ট) **"কাউন্সিল"** অর্থ আইনের ধারা ৭ এর অধীন গঠিত কাউন্সিল;

(ঠ) **"বিধি"** অর্থ আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ড) **"নির্বাহী কমিটি"** অর্থ আইনের ধারা ১২- এ উল্লিখিত নির্বাহী কমিটি;

(ঢ) **"তফসিল"** অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(ণ) **"ধারা"** অর্থ আইনের অধীন প্রণীত কোনো ধারা;

(ত) **"সরকার"** অর্থ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-কে বুঝাইবে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

Scanned with OKEN Scanner

দ্বিতীয় অধ্যায়
কার্যালয়, নির্বাচন, সভা ইত্যাদি

৩। কার্যালয় ।-- (১) বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্-এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কাউন্সিল প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশের বাহিরে উহার আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৪। কলেজ প্রতিষ্ঠা।-- কলেজ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে। প্রয়োজনে কলেজ নিজস্ব আইনজ্ঞ নিযুক্ত করিতে পারিবে।

৫ । কাউন্সিল গঠন ও পদ শূন্যতা ।- (১) নিম্নবর্ণিত ২০ (বিশ) জন সদস্য সমন্বয়ে কলেজের কাউন্সিল গঠিত হইবে যথা:-

(ক) ফেলোগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত ১৬ (ষোলো) জন ফেলো; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন ফেলো।

(২) কাউন্সিলের সদস্যগণের মেয়াদ হইবে ৪ (চার) বৎসর। তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য পুনঃনির্বাচিত বা পুনঃমনোনীত হইতে পারিবেন;

(৩) কাউন্সিল নির্বাচন প্রতি ০২ (দুই) বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হইবে। মেয়াদ সম্পন্ন হইতে যাওয়া ০৮ (আট) জন ফেলো এর স্থলে নতুন ০৮ (আট) জন নির্বাচিত হইবেন;

(৪) কাউন্সিলের কোন সদস্যপদ সাময়িকভাবে শূন্য হইলে নির্বাচিত ফেলোর ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে এবং মনোনীত ফেলোর ক্ষেত্রে মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য বহাল থাকিবেন। এ ক্ষেত্রে কোন শূন্য পদের মেয়াদ ৬ মাসের কম হইলে পরবর্তী কাউন্সিল নির্বাচনের মাধ্যমে সমন্বয় করা হইবে।

৬। নির্বাচন কমিশন গঠন ।- (১) কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করিবে;

(২) কাউন্সিল প্রস্তাবিত নির্বাচনের কমপক্ষে ১২০ (একশত বিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে;

(৩) নির্বাচন কমিশন ১ (এক) জন চেয়ারম্যান এবং ২ (দুই) জন সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে।

(৪) নির্বাচন কমিশন নির্বাহী কমিটি নির্বাচন সম্পন্ন করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অকার্যকর হইয়া যাইবে;

(৫) উপ-নির্বাচন করিতে হইলে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করিতে হইবে।

৭। নির্বাচন পরিচালনা ।- (১) নির্বাচন কমিশন কাউন্সিলের নির্বাচন এবং নির্বাহী কমিটি গঠন ও অন্যান্য নির্বাচনী কাজ সম্পাদন করিবে;

(২) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করিবে, যথা:--

(ক) খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ;

(খ) খসড়া ভোটার তালিকার উপর আপত্তি দাখিলের তারিখ;

(গ) খসড়া ভোটার তালিকায় উত্থাপিত আপত্তি শুনানীর তারিখ;

(ঘ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ;

(ঙ) মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের তারিখ;

(চ) মনোনয়নপত্র বাছাই এর তারিখ;

Scanned with OKEN Scanner

(ছ) প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তারিখ;
(জ) প্রার্থিতা গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সর্বশেষ তারিখ;
(ঝ) আপিল শুনানির তারিখ;
(ঞ) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ;
(ট) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তারিখ;
(ঠ) ভোট গ্রহণের তারিখ।

(৩) নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখের ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে প্রাথমিকভাবে ভোটার হওয়ার যোগ্যদের তালিকা ঘোষণা করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ফেলো পরপর ০২ (দুই) বছর বা অধিক সময় সদস্য ফি বকেয়া থাকিলে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন না।

(৪) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখের ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবে এবং নির্বাচন কমিশন অফিসের নোটিশ বোর্ডসহ কলেজের ওয়েব সাইটে তা প্রকাশ করিবে;
(৫) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) দিন পূর্বে সকল ভোটারের নিকট নমিনেশন পেপার ও ভোটার তালিকা প্রেরণ করিবে।
(৬) কলেজের আইন অনুযায়ী ভোটার হওয়ার যোগ্য এরূপ সকল ফেলো কর্তৃক প্রস্তাবিত নাম, স্বাক্ষরকারী এবং সমর্থনকারীর নাম ও স্বাক্ষর, ছবিসহ নির্ধারিত জীবন বৃত্তান্ত, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত স্থানে জমা দিতে হইবে;
(৭) ছবিসহ প্রার্থী তালিকা, নমুনা ব্যালট পেপার, নির্বাচনের কমপক্ষে ২০ দিন পূর্বে সকল ভোটারের কাছে পাঠাইতে হইবে এবং কলেজ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিতে হইবে । বিদেশে অবস্থানরত ভোটারদের কাছে কমপক্ষে ২০ দিন পূর্বে ব্যালট পৌছাইতে হইবে;
(৮) ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নাম বর্ণমালার ক্রমানুসারে সজ্জিত হইবে এবং একই সাথে ক্রমিক নম্বর এবং ভোটার নম্বর উল্লেখিত হইবে;
(৯) কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণামূলক লিফলেট, ব্যানার, ফেষ্টুন, চিঠি প্রেরণ ইত্যাদি করা যাইবে না;
(১০) একজন ভোটার নির্ধারিত শূণ্যপদের বিপরীতে সবগুলো ভোট প্রদান করিবেন। অন্যথায় ব্যালট পেপার বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;
(১১) প্রার্থীগণ সমান সংখ্যক ভোট পেলে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হইবে;
(১২) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি নোটিশ বোর্ডে এবং কলেজের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে;
(১৩) নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইব।

৮। **কাউন্সিলের সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন ।--** (১) নির্বাচন সম্পন্ন হইবার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কাউন্সিলের সদস্যগণ, তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি, একজন সিনিয়র সহ-সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন।

(২) কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য গঠিত একই নির্বাচন কমিশন দ্বারা এই নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(৩) সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তী সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন। আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি পূর্ববর্ণিত যে কোন পদে দুইবারের অধিক নির্বাচিত হইতে পারিবে না।

Scanned with OKEN Scanner

(৪) নির্বাচন কমিশন কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে ক্রমানুসারে সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদের জন্য প্রার্থীতার প্রস্তাব আহ্বান করিবার পর —

(ক) কোনো পদে একজন প্রার্থির নাম প্রস্তাব করা হইলে, উক্ত প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন;

(খ) কোনো পদে একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করা হইলে গোপন ব্যলটের মাধ্যমে উক্ত পদের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন; এবং

(গ) প্রার্থীগণ সমান সংখ্যক ভোট পাইলে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত করিবেন।

(৫) সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধ দেখা দিলে নির্বাচন কমিশন উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

০৯। কাউন্সিলের সভা ।-- (১) বছরে কমপক্ষে ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে, সভাপতি প্রয়োজন মনে করিলে যে কোনো সময় সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন এবং পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য কলেজের আয় ও ব্যয়ের একটি বিবৃতি উপস্থাপন করা হইবে। প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপন করা হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভার পর কাউন্সিল প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রয়োজনীয় সংশোধন বা সংশোধন ছাড়াই অনুমোদন করিবে। তবে, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রাক্কলন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে;

(২) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কাউন্সিলের সকল সভা অনুষ্ঠিত হইবার অনধিক ১০ (দশ) দিন পূর্বে সচিব কর্তৃক আলোচ্যসূচীসহ সভার তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখ করিয়া সভার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হইবে;

(৩) কোনো সদস্য কাউন্সিলের সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য কোনো প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে চাহিলে উহা সভা অনুষ্ঠিত হইবার অনধিক ০৭ (সাত) দিন পূর্বে লিখিতভাবে সচিবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(৪) সভা অনুষ্ঠিত হইবার অনধিক ০৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে সভার কার্যপত্র প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক তাহার সহিত যোগাযোগের জন্য প্রদত্ত ঠিকানায় ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করিতে হইবে;

(৫) কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা অনধিক সাতজন সদস্যের উপস্থিতিতে কাউন্সিল সভার কোরাম পুরণ হইবে। তবে, মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না;

(৬) কাউন্সিলের বিশেষ সভা সভাপতি তাঁর নিজের উদ্যোগে বা কাউন্সিলের কমপক্ষে ১০ (দশ) জন সদস্যের লিখিত অনুরোধে আহ্বান করতে পারিবেন। বিশেষ সভার জন্য কমপক্ষে ৫ দিন পূর্বে নোটিশ করিতে হইবে;

(৭) কাউন্সিলের সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হইবে। ভোটের সমতা হইলে, সভাপতি বা সিনিয়র সহ-সভাপতি বা সভায় সভাপতিত্বকারী সহ-সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;

(৮) সভাপতির অনুমতিক্রমে, কলেজের সচিব বা সচিবের অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত যে কোনো কাউন্সিলর সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করিবেন;

(৯) কাউন্সিল সভার রেকর্ডিং ইলেকট্রনিক এবং ম্যানুয়ালি উভয়ভাবে প্রতিলিপি করা হইবে;

(১০) সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে কাউন্সিলের সভা মুলতবি করিতে পারিবেন। তবে কোন্ তারিখ পর্যন্ত উক্ত সভা মুলতবি থাকিবে তাহা তাৎক্ষণিকভাবে কাউন্সিলের সকল সদস্যকে অবহিত করিতে হইবে;

(১১) কলেজের সভাপতি যে কোনো সময় জরুরী ইস্যুতে জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। কিন্তু যে কোনো উপায়ে কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যকে অবহিত করিতে হইবে।

Scanned with OKEN Scanner

(১২) কেউ কোনো প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত না হলে, তাঁর ভিন্নমত প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং তা যথাযথভাবে কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১০। কলেজের সভা ।-- (১) কলেজ প্রতি বছর কমপক্ষে ০১ (এক)টি সাধারণ সভা আয়োজন করিবে;

(২) সাধারণ সভার নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ০১ (এক) মাস পূর্বে আলোচ্যসূচীসহ সভার তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখ করিয়া নোটিশ জারী করিতে হইবে;

(৩) পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী সভার নোটিশের সাথে প্রেরণ করিতে হইবে;

(৪) সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হইবে। ভোটের সমতা হইলে, সভাপতি বা সিনিয়র সহ-সভাপতি বা সভায় সভাপতিত্বকারী সহ-সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;

(৫) আলোচনার সময় ফেলোগণ সভাপতিকে সম্বোধন করে ভাষণ দিবেন এবং সভাপতি ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য বক্তব্য প্রদানে কোনো ফেলোকে বারিত করিতে পারিবেন না।

(৬) সভাপতি এক তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন, তবে অন্য শর্তসমূহ পুরণ করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
কমিটি গঠন, কার্যাবলি, ইত্যাদি

১১। নির্বাহী কমিটি গঠন।-

(১) কাউন্সিলের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাহী কমিটি গঠন করিতে হইবে;

(২) কাউন্সিল সভার মাধ্যমে নতুন নির্বাহী কমিটি গঠন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন কমিটি দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে;

(৩) একই নির্বাচন কমিশন নির্বাহী কমিটি গঠনের দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৪) কাউন্সিলের সদস্যগণ প্রথম সভায় নির্বাহী কমিটির ০২ (দুই) জন সদস্য নির্বাচন করিবেন।

১২। নির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।-

(ক) সভাপতি ।- (১) সভাপতি কলেজ কাউন্সিলের সভা এবং মুলতবী সভা ও জরুরী সাধারণ সভা আহবান করিবেন। তিনি যে কোনো কমিটির সভা আহবান করিতে পারিবেন;

(২) সভাপতি পদাধিকারবলে নির্বাহী কমিটির সভাপতি হইবেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি যে কোনো একজনকে দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবেন;

(৩) যে কোনো নতুন ফ্যাকাল্টি প্রথম বার গঠিত হইলে, সভাপতি নিজে পর পর দুই মেয়াদে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন;

(৪) সভাপতি সকল মূল ফেলোশিপ এবং মেম্বারশিপ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(খ) **সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি ।**-- সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি দায়িত্ব পালন করিবেন। সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি দায়িত্ব পালন করিবেন ।

(গ)**কোষাধ্যক্ষ ।**-- (১) তিনি সকল প্রকার ফান্ডের হেফাজত করিবেন;

(২) বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করিবেন এবং হিসাব প্রদান করিবেন;

(৩) নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন যেন সকল প্রকার লেনদেন স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদিত হয়।

(৪) তিনি সকল প্রকার লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্-এর নামে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করিবেন;

(৫) কলেজের সকল সম্পদ সংরক্ষণ এবং দলিলায়ন করিবেন;

Scanned with OKEN Scanner

(৬) অর্থ কমিটির সকল চুক্তি কলেজের নামে সম্পাদন করিবেন;
(৭) বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্-এর নামে সকল আর্থিক দলিল স্বাক্ষর করিবেন;
(৮) সকল পে-অর্ডারে স্বাক্ষর করিবেন;
(৯) কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতিরেকে ঋণ আদায়/গ্রহণ সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(ঘ) **সচিবের নিয়োগ ও দায়িত্ব ।--** (১) কাউন্সিল চিকিৎসা শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন এবং তাঁর নিজের কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ -এর একজন ফেলোকে সচিব হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিবে;

(২) তিনি কাউন্সিলের মূল কর্ম সম্পাদনকারী হইবেন এবং সকল কর্মকান্ডের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হইবে। তিনি কাউন্সিল এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন;
(৩) পদাধিকার বলে তিনি সকল কমিটি ও ফ্যাকাল্টির সদস্য সচিব হইবেন;
(৪) তিনি সভাপতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সাধারণ সভা, নির্বাহী কমিটি, অন্যান্য কমিটি ও ফ্যাকাল্টিসমূহের সভা আহবান করিবেন;
(৫) তিনি কাউন্সিলের সাধারণ সভা এবং নির্বাহী কমিটির সকল সভায় অংশ নিবেন, আলোচনা করিবেন কিন্তু ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না;
(৬) তিনি সাধারণ সভা এবং নির্বাহী কমিটির সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন;
(৭) তিনি কলেজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;
(৮) সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ সম্পন্ন করিবেন এবং বিধিমোতাবেক কলেজের যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;
(৯) সকল ফেলোশিপ এবং মেম্বারশিপ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন;
(১০) তিনি কমিটি, ফ্যাকাল্টি এবং কাউন্সিলের সকল সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং সভাসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন;
(১১) কলেজের সকল যোগাযোগের মাধ্যম হইবেন এবং সভাপতির অনুমতির জন্য উপস্থাপন করিবেন। সভাপতির অনুমতি ব্যতিত তিনি কাউন্সিলের অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করিবেন না;
(১২) তিনি সকল দলিল সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করিবেন, সিলসমূহ হেফাজত করিবেন, সার্টিফিকেটসমূহ সংরক্ষণ করিবেন এবং সম্পদের তালিকা সংরক্ষণ করিবেন ।

১৩। কাউন্সিলের অন্যান্য কমিটি ।-- (১) কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত কমিটি থাকিবে, যথা:--

(ক) অর্থ কমিটি;
(খ) পরীক্ষা কমিটি;
(গ) রেফারেন্স কমিটি; এবং
(ঘ) শৃঙ্খলা কমিটি।

(২) উপ-প্রবিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেনো কাউন্সিল, আইন ও এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার সদস্যদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য সাধারণ ও বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে। সদস্য মনোনয়নের জন্য ফেলোশীপের জেষ্ঠ্যতা যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে। কলেজের নৈতিকতার মানদন্ড অনুসরণকারী বিশিষ্ট ফেলোগণ কমিটির সদস্য হিসেবে অগ্রাধিকার পাইবেন।

৪। অর্থ কমিটির গঠন, মেয়াদ, সভা ইত্যাদি।--- (১) সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত যে কোনো একজন হ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, ২ জন কাউন্সিলর এবং ২ জন সিনিয়র সদস্য সমন্বয়ে অর্থ কমিটি গঠিত হইবে।

Scanned with OKEN Scanner

পদাধিকারবলে সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত যে কোনো একজন সহ-সভাপতি কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ সদস্যকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

(২) অর্থ কমিটির সদস্যগণ উক্ত কমিটির প্রথম সভার তারিখ হইতে ০২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে. কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তাহার মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ কমিটির সদস্য হিসাবেও তাহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে;

(৩) অর্থ কমিটির কোনো সদস্যের পদ শূন্য হইলে কাউন্সিল নূতন সদস্য নির্বাচন করিবে এবং নব-নির্বাচিত সদস্য উক্ত পদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৪) অর্থ কমিটি বছরে কমপক্ষে ০৪ (চার) বার সভা আহ্বান করিবে।

১৫। অর্থ কমিটির কার্যাবলি ।-- অর্থ কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:--

(১) বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য কাউন্সিল সভায় উপস্থাপন;

(২) কাউন্সিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ,

(৩) কাউন্সিল অনুমোদিন নির্ধারিত ব্যয়সীমার অধিক অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান;

(৪) কাউন্সিলের আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনানুযায়ী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান; এবং

(৫) নির্বাহী কমিটি/কাউন্সিল দ্বারা নির্দেশিত অর্থ সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

১৬। পরীক্ষা কমিটির গঠন, মেয়াদ, সভা ইত্যাদি।--- (১) সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত যে কোনো একজন সহ-সভাপতি, ৩ জন কাউন্সিলর, কলেজের ২ জন প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং বিভিন্ন বিষয়ের ৫ জন সিনিয়র ফেলো সমন্বয়ে পরীক্ষা কমিটি গঠিত হইবে। সভাপতি, সচিব এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদাধিকার বলে সদস্য হিসাবে থাকিবেন;

(২) পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ উক্ত কমিটির প্রথম সভার তারিখ হইতে ০২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে. কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তাহার মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা কমিটির সদস্য হিসাবেও তাহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে;

(৩) পরীক্ষা কমিটির কোনো সদস্যের পদ শূন্য হইলে কাউন্সিল নূতন সদস্য নির্বাচন করিবে এবং নব-নির্বাচিত সদস্য উক্ত পদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। পরীক্ষা কমিটির কার্যাবলি ।-- পরীক্ষা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:--

(১) কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে পরীক্ষার্থীদের আবেদনসমূহ যাচাই;

(২) পরীক্ষকদের তালিকা বাছাই;

(৩) বিভিন্ন ফেলোশিপ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নীতিমালা প্রণয়ন ও কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন। এইরূপ নীতিমালা কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পরে কার্যকর হইবে;

(৪) পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল ফি নির্ধারণ করিবেন;

(৫) পরীক্ষার্থী নির্ধারণ;

(৬) কৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ফেলোশিপ এবং মেম্বারশিপ এর নাম প্রেরণ

(৭) পরীক্ষায় নৈতিকতা বিরোধী যে কোনো অভিযোগ নিস্পত্তি ।

১৮। রেফারেন্স কমিটির গঠন, মেয়াদ, সভা ইত্যাদি।--- (১) সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত যে কোনো একজন সহ-সভাপতি, ৪ জন প্রাক্তন সভাপতি, ৫ জন কাউন্সিলর এবং ৩ জন সিনিয়র ফেলো সমন্বয়ে রেফারেন্স কমিটি গঠিত হইবে;

Scanned with OKEN Scanner

(২) রেফারেন্স কমিটির সদস্যগণ উক্ত কমিটির প্রথম সভার তারিখ হইতে ০২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে. কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তাহার মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রেফারেন্স কমিটির সদস্য হিসাবেও তাহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে;

(৩) রেফারেন্স কমিটির কোনো সদস্যের পদ শূন্য হইলে কাউন্সিল নূতন সদস্য নির্বাচন করিবে এবং নব-নির্বাচিত সদস্য উক্ত পদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৯। রেফারেন্স কমিটির কার্যাবলি ।-- রেফারেন্স কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:--

(১) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষায় আবেদনকারীদের যোগ্যতা যাচাই;

(২) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য মান নির্ধারণ, যাচাই ও অনুমোদন প্রদান;

(৩) নতুন বিষয় সমূহ সংযোজন।

২০। শৃঙ্খলা কমিটির গঠন, মেয়াদ, সভা ইত্যাদি।--- কমিটিতে কলেজের ফেলোদের মধ্য হইতে ০৫ জন সদস্য থাকিবেন এবং কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন সভাপতি।

(২) শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যগণ উক্ত কমিটির প্রথম সভার তারিখ হইতে ০২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে. কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তাহার মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য হিসাবেও তাহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে;

(৩) শৃঙ্খলা কমিটির কোনো সদস্যের পদ শূন্য হইলে কাউন্সিল নূতন সদস্য নির্বাচন করিবে এবং নব-নির্বাচিত সদস্য উক্ত পদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

২১। শৃঙ্খলা কমিটির কার্যাবলি ।-- শৃঙ্খলা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:--

(১) কলেজের ফেলো বা মেম্বারদের অসদাচরণ অথবা কলেজের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজের কারণে কিংবা মানসিক অসুস্থতার কোন অভিযোগ পাইলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(৩) তদন্ত পরিচালনার প্রকৃত পদ্ধতি নির্ধারণ।

চতুর্থ অধ্যায়
কাউন্সিলের সদস্য, ফেলো ইত্যাদি

২২। কলেজের ফেলো এবং মেম্বার:

ক) এফসিপিএস (ফাইনাল পর্ব) পরীক্ষায় পাশ করা প্রত্যেকে কলেজের ফেলো এবং এমসিপিএস পরীক্ষায় পাশ করা প্রত্যেকে কলেজের মেম্বার বলে বিবেচিত হইবে। এছাড়া কলেজে কাউন্সিল কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানসূচক অনারারি ফেলোশীপ প্রদান করিতে পারিবেন।

খ) প্রার্থীদের চাহিদানুযায়ী ফলাফল প্রকাশের পরপরই নির্দিষ্ট ফি পরিশোধপূর্বক ফেলোশীপ এবং মেম্বারশীপ পরীক্ষার সাময়িক সনদপত্র উত্তোলন করা যাইবে। উক্ত সাময়িক সনদপত্রে কলেজের সচিব এবং পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করিবেন। কলেজের সমাবর্তনের পরই কেবল চূড়ান্ত সনদ জারি করা যাইবে। তবে জরুরী ক্ষেত্রে কলেজের সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে চূড়ান্ত সনদ জারি করা যাইবে।

গ) চূড়ান্ত সনদ কলেজের সভাপতি, পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এবং কলেজের সচিব দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

ঘ) প্রতি সেশনের পরীক্ষার পর কলেজ কর্তৃক ফেলোশীপ এবং মেম্বারশীপ ডিগ্রী অর্জনকারী প্রত্যেকের তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে এবং মেডিকেল জার্নাল ও প্রেসসমূহে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

ঙ) কারো ফেলোশীপ এবং মেম্বারশীপ সনদ হারিয়ে গেলে, প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কলেজের সচিব এবং সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত নতুন একটি সনদের প্রতিলিপি জারি করা যাইবে।

Scanned with OKEN Scanner

চ) কলেজের যে কোনো কাজে অংশগ্রহণ অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করিতে হইবে।

২৩। ফেলোদের তালিকা প্রণয়ন: কলেজ সব সময় ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী ফেলোদের নিবন্ধনকৃত নামের বানান অনুসরণপূর্বক তাঁদের তালিকা হালনাগাদ করিবে।

২৪। কাউন্সিলের সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা।-- সভাপতি, সিনিয়র সহ সভাপতি, সহ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, ২ জন নির্বাহী কমিটির সদস্য, সচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রথমবার নির্বাচিত অবশিষ্ট সদস্য, দ্বিতীয়বার নির্বাচিত অবশিষ্ট সদস্যগণ, সরকার কর্তৃক মনোনীত অবশিষ্ট কাউন্সিলরগণ। সরকার কর্তক মনোনীত কাউন্সিলরগণ ফেলোশিপের জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবেন।

২৫। ফেলোদের জ্যেষ্ঠতা ।----ফেলোদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে প্রতি সেশনে কাউন্সিল কর্তৃক ঘোষিত ফেলোদের তালিকা মোতাবেক। কোনো ফেলো যদি একাধিক্রমে দ্বিতীয় বিষয়ে ফেলোশীপ ডিগ্রী অর্জন করেন, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডিগ্রীর বিষয়টি ব্রাকেটে ইংরেজী আদ্যাক্ষর দ্বারা উল্লিখিত হইবে। একাধিক বিষয়ে ফেলোশিপ অর্জনকারীগণ সকল ক্ষেত্রে একক ফেলো হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ

২৬। ফ্যাকাল্টি গঠন।— (১) কাউন্সিল প্রয়োজনানুসারে ফ্যাকাল্টি গঠন করিতে পারিবে;

(২) সভাপতি সকল কর্মকর্তাসহ সদস্য মনোনয়ন করিবেন । সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব জেষ্ঠ্যতা অনুসরণ করিতে হইবে। কলেজের নৈতিকতার মানদন্ড অনুসরণকারী বিশিষ্ট ফেলোগণ কমিটির সদস্য হিসেবে অগ্রাধিকার পাইবেন।

(৩) নতুন কোনো ফ্যাকাল্টি গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কমপক্ষে ১০০ জন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন প্রয়োজন হইবে;

(৪) কলেজের যে কোন একাডেমিক কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টি প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করিবে ।

২৭। স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন।— (১) কাউন্সিল প্রয়োজনানুসারে স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করিতে পারিবে;

(২) নতুন কোন স্বতন্ত্র বিভাগ গঠনের ক্ষেত্রে সভাপতি যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন, তাঁহাকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

২৮। তহবিল: (১) কলেজের একটি তহবিল থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত দুইটি অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) স্থায়ী তহবিল; এবং

(খ) চলতি তহবিল।

(২) স্থায়ী তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার বা কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন অনুদান বা দান; এবং

(খ) স্থায়ী তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ।

(৩) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কলেজের কোন দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।

(৪) চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ;

(খ) পরীক্ষার ফি;

(গ) ফেলোগণের চাঁদা;

(ঘ) দেশি বা বিদেশি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা ব্যক্তিগত অনুদান;

Scanned with OKEN Scanner

(চ) বিভিন্ন ফি হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

(৫) চলতি তহবিলের অর্থ হইতে কলেজের দৈনন্দিন ব্যয়সহ অন্যান্য কার্য সম্পাদনের ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৬) তহবিলের অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং কাউন্সিলের কোষাধ্যক্ষ ও সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে কলেজের তহবিল পরিচালিত হইবে এবং তাহাদের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের সিনিয়র সহ-সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে, কোষাধ্যক্ষ এবং সচিব উভয়ের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত নির্বাহী কমিটির একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে।

২৯। কলেজের অর্থ বছর: হিসাব-নিকাশের সুবিধার্থে কলেজের অর্থ বছর গণনা করা হইবে প্রতি বছর ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী ৩০শে জুন পর্যন্ত।

৩০। হিসাব নিরীক্ষা: প্রতি অর্থ বছরের শেষে একটি চাটার্ড এ্যাকাউন্টস ফার্মের দ্বারা কলেজের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে। চাটার্ড এ্যাকাউন্টস ফার্ম কলেজের কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং কলেজের বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

৩১। সাধারণ ছুটি: কলেজের কার্যক্রম শুক্রবার এবং সরকার নির্ধারিত অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ থাকিবে। তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে কাউন্সিল সময় সময় ছুটির দিন পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৩২। কলেজ গাউন, হুডস এবং ক্যাপ: সমাবর্তনের প্রধান অতিথি, কলেজের সভাপতি, কাউন্সিলরবৃন্দ, ফেলো এবং সদস্যদের জন্য আলাদা আলাদা গাউন থাকিবে। গাউন শুধুমাত্র কলেজের কাজে ব্যবহৃত হইবে।

৩৩। সমাবর্তন: কলেজের সমাবর্তন কমপক্ষে প্রতি দুই বছর পর অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতি বছর ফেলোশিপ এবং মেম্বারশিপ প্রশংসাপত্র বিতরণ করা যাইবে। কলেজ সমাবর্তনে যোগদানের জন্য ফেলোদের কাছ থেকে একটি ফি নিতে পারিবে এবং ফির পরিমাণ কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৪। সমাবর্তন শপথ:

"আমি শপথ করিতেছি যে, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ এর মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখিব। কলেজের আইনে লিপিবদ্ধ বিধি ও উপ-বিধিসমূহ এবং কলেজের সকল নিয়মাবলী মানিয়া চলিব।

আমি প্রতিষ্ঠিত "নৈতিকতার মানদন্ড" অনুযায়ী পেশাগত দায়িত্ব পালন করিব। রোগীর স্বাস্থ্যের কল্যাণকে আমি সব সময় অগ্রাধিকার দিব।

আমি ধনী-দরিদ্র, বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সকলকে সেবা করিব। রোগীর বর্ণ, ধর্ম, বিশ্বাস বা সামাজিক অবস্থা সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনিব না। আমি এই কলেজের, রাষ্ট্রের ও জনগণের কল্যাণের জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করিব।

আমি চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা সর্বদাই হালনাগাদ ও নিখুত রাখিতে সচেষ্ট থাকিব।"

৩৩। রহিতকরণ ও হেফাজত: এই বিধিমালা জারীর পর এ সংক্রান্ত পূর্বের সকল বিধিমালা ও প্রবিধাণমালা রহিত হইবে।

Scanned with OKEN Scanner